Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

চরকসংহিতায় ন্যায়প্রমাণতত্ত্বের প্রভাব : একটি তুলনামূলক আলোচনা

ভূতনাথ জানা
সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান,
সংস্কৃত বিভাগ, লালবাবা কলেজ, বেলুড়মঠ, হাওড়া

সারসংক্ষেপ

আয়ুর্বেদশাস্ত্র ভাণ্ডারে চরক ও সুশ্রুত এই বিশাল গ্রন্থদুটি অমূল্য রত্ন। এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলি কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয় এটা একটা সম্পূর্ণ জীবনবিজ্ঞান যা তৎকালীন আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আয়ুর্বেদের প্রাচীন গ্রন্থগুলিমধ্যে অন্যতম হল চরকসংহিতা। এই চরকসংহিতায় অনেক দার্শনিক চিন্তার সমাবেশ দেখা যায়। সাংখ্যদর্শনের, বৈশেষিকদর্শনের ও বিশেষ করে ন্যায়দর্শনের তত্ত্বগুলি চরকসংহিতায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চরকসংহিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বের অনেক কিছুরই আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে, বিশেষ করে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের পদার্থ-প্রমাণগুলির কল্পনা। ন্যায়দর্শন স্বীকৃত প্রমাণাদি ষোড়ষপদার্থ অধিকাংশই স্বনামে অথবা অন্য নামে খুঁজে পাওয়া যায় চরকের পদ-পদার্থভাবনার মধ্যে। চরকসংহিতায় প্রমাণ শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রমাণের লক্ষণ চরকসংহিতা গ্রন্থে আলোচনা করা হয়নি। কেবল প্রমাণকে বোঝাতে গিয়ে বিজ্ঞান, পরীক্ষা ও হেতু এই তিনটি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। চরকসংহিতায় আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি – এই চার প্রকার প্রমাণকে স্বীকার করা হয়েছে। গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শনেও প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ – এই চারটিকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে। তবে চরকসংহিতায় যাকে ঔপম্য নামে অভিহিত করা হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ন্যায়দর্শনে তাকেই উপমান হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তবে চরকসংহিতায় প্রত্যক্ষের বদলে প্রথমে আপ্তোপদেশ প্রমাণের আলোচনা করা হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে চরকসংহিতা ও ন্যায়দর্শন স্বীকৃত প্রমাণের বিভাগসহ প্রত্যেকটি প্রমাণ আলোচনা করা হবে। এবং সেইসঙ্গে ন্যায়দর্শনে বর্ণিত প্রমাণের সাথে চরকসংহিতায় বর্ণিত প্রমাণের সাদৃশ্য বৈসাদৃশ্যসহ চরকসংহিতায় ন্যায়প্রমাণতত্ত্বের প্রাভাবও আলোচনা করা হবে।

বীজশব্দ: চরকসংহিতা, ন্যায়দর্শন, চিকিৎসাশাস্ত্র, প্রমাণ, প্রমাণতত্ত্ব, আয়ুর্বেদশাস্ত্র

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

ভূমিকা

শরীর, ইন্দ্রিয়, মন ও আত্মার সংযোগের নাম আয়ু এবং যে শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে এই আয়ুর জ্ঞানলাভ করা যায় তাকেই আয়ুর্বেদশাস্ত্র বলা হয়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র ভাণ্ডারে চরক ও সুশ্রুত এই বিশাল গ্রন্থদুটি অমূল্য রত্ন। এই আয়ুর্বেদশাস্ত্রগুলি কেবলমাত্র চিকিৎসাশাস্ত্র নয় এটা একটা সম্পূর্ণ জীবনবিজ্ঞান যা তৎকালীন আধ্যাত্মিকতা ও দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। আয়ুর্বেদের প্রাচীন গ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম হল চরকসংহিতা। "যদিহাস্তি তদন্যত্র, যন্নেহাস্তি, ন তৎ ক্বচিৎ"[১] চরকসংহিতার এই উক্তি থেকে অনুমান করা হয় যে চরকসংহিতা তৎকালে প্রামাণ্যগ্রন্থ রূপে স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তাই নানা মুনির নানা মত সংগৃহীত হয়েছে এই চরক সংহিতায়। এই চরকসংহিতায় অনেক দার্শনিক চিন্তার সমাবেশ দেখা যায়। তবে চরকসংহিতায় বর্ণিত দার্শনিক তত্ত্বগুলি অনেকটাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। সাংখ্যদর্শনের, বৈশেষিকদর্শনের ও বিশেষ করে ন্যায়দর্শনের তত্ত্বগুলি চরকসংহিতায় সুন্দরভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। চরকসংহিতায় আলোচিত দার্শনিক কাঠামোর বেশ কিছু অংশ পরিশীলিত তত্ত্বরূপে পরিবর্তিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে নবকলেবর ধারণ করেছিল পরবর্তীকালের সমস্ত সুবিন্যস্ত চিন্তাসমৃদ্ধ দর্শনশাস্ত্রগুলিতে। এখন প্রশ্ন হতে পারে চরকসংহিতার মত চিকিৎসাশাস্ত্রের গ্রন্থে দর্শনের আলোচনার এত আধিক্য কেন? এতদুত্তরে অনুমান করা হয় যে প্রাচীন ভারতবর্ষে বেদ-উপনিষদোত্তর যুগে যে দার্শনিক বাতাবরণ রচিত হয়েছিল, যে কোন শাস্ত্রেরই রচনা হোক না কেন তা সে কাব্য সাহিত্য হোক, ধর্ম মীমাংসা হোক আর বিজ্ঞান শাস্ত্রই হোক সকলকেই এই দার্শনিক বাতাবরণের মধ্যে থেকেই শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে হয়েছে। তখনকার দিনে প্রামাণিক শাস্ত্ররূপে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করতে গেলে অথবা খ্যাতিলাভ করতে গেলে আগমশাস্ত্রের দোহাই পড়তেই হত। তাই চরকসংহিতার শারীরস্থানে বলা হয়েছে – "যেভ্যঃ প্রমেয়ং সর্বভ্যো আগমেভ্যঃ প্রমীয়তে।"[২] তাই মনে হয় এই দার্শনিক কাঠামো বজায় রেখেই চরকসংহিতার প্রণেতা ব্যবহারিক বিজ্ঞানশাস্ত্র আয়ুর্বেদের নিজস্ব দর্শন গড়ে তুলেছেন। চরকসংহিতা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বের অনেক কিছুরই আলোচনা এই গ্রন্থে রয়েছে, বিশেষ করে ন্যায় ও বৈশেষিকদর্শনের পদার্থ প্রমাণ গুলির কল্পনা। ন্যায়দর্শন স্বীকৃত প্রমাণাদি ষোড়ষপদার্থ অধিকাংশই স্বনামে অথবা অন্য নামে খুঁজে পাওয়া যায় চরকের পদ-পদার্থভাবনার মধ্যে। চরকসংহিতায় প্রমাণ শব্দটি বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রমাণের লক্ষণ চরকসংহিতা গ্রন্থে আলোচনা করা হয়নি। কেবল প্রমাণকে বোঝাতে গিয়ে বিজ্ঞান, পরীক্ষা ও হেতু এই তিনটি পদ ব্যবহার করা হয়েছে। পরবর্তীকালে একাদশ শতাব্দীতে টীকাকার চক্রপাণিদত্ত প্রমাণ শব্দটি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কথা প্রসঙ্গে বলেছেন – "জ্ঞায়তেহনেন ইতি জ্ঞানং প্রমাণম্।"[৩] অর্থাৎ যার দ্বারা জানা যায় তাকেই প্রমাণ বলে। আর প্রমাণের সমপর্য্যায়ভুক্ত 'বিজ্ঞান' শব্দটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে গঙ্গাধর জল্পকল্পতরুটীকায় বলেছেন – "বিশেষেণ জ্ঞায়ন্তে প্রমীয়ন্তেহনেন তদ্বিজ্ঞানং প্রামাণম্"[৪] অর্থাৎ

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

বিশেষরূপে জানা যায় যার সাহায্যে তাকে বিজ্ঞান বলে, তাই প্রমাণ। চিকিৎসাশাস্ত্রে এই প্রমাণগুলির সাহায্যে নানাপ্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে বিশেষভাবে জানা যেত বলে এদের পরীক্ষা নাম দেওয়া হয়েছে। তাই টীকায় বলা হয়েছে – "পরীক্ষ্যতে ব্যবস্থাপ্যতে বস্তুস্বরূপমনয়েতি পরীক্ষা প্রমাণানি।"[৫] আর প্রমাণকে যে 'হেতু' বলে অভিহিত করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা করতে গিয়েছে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে – "হেতুর্নামোপলব্ধিকরণম্।"[৬] অর্থাৎ যা উপলব্ধির কারণস্বরূপ তাকে হেতু বলে। চরকসংহিতার মত অক্ষপাদের রচিত ১.১.৩ ন্যায়সূত্রেও অনুরূপভাবে প্রমাণের সাধারণ লক্ষণ না বলে প্রমাণের বিভাগ দেখানো হয়েছে এবং প্রতিটি প্রমাণের আলাদা আলাদা লক্ষণ করে আলোচনা করা হয়েছে। তবে ন্যায়ভাষ্যে বাৎস্যায়ন বলেছেন, প্রমাণের সাহায্যে অর্থের বা বিষয়ের জ্ঞান হলে গ্রাহ্যবস্তুকে গ্রাহ্য ও ত্যজ্য বস্তুকে ত্যজ্য বলে জানলে বিষয়ে প্রমাণের প্রবৃত্তির সাফল্য হয়। প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জ্ঞান দেয় বলে প্রমাণ হল অর্থবৎ – "প্রমাণহর্থোপ্রতিপত্তৌ প্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণম্" তিনি অন্যত্র আবার প্রমাতা যার সাহায্যে যথার্থরূপে পদার্থকে জানতে পারে তাকে প্রমাণ বলেছেন। "স যেনার্থং প্রমণোতি তৎ প্রমাণম্"। ন্যায়বার্তিকে "উপলব্ধিহেতুঃ প্রমাণম্" এভাবে উপলব্ধির হেতুকে প্রমাণ বলা হয়েছে। আর তর্কভাষায় কেশবমিশ্র প্রমার করণকে প্রমাণ বলেছেন – "প্রমাকরণং প্রমাণম্।"

প্রমাণের বিভাগ

চরকসংহিতা গ্রন্থে প্রচলিত প্রমাণগুলির মধ্যে চরকসম্মত প্রমাণ কয়টি সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। বিমানস্থানের চতুর্থ অধ্যায়ে সংহিতাকার দু'প্রকার প্রমাণের কথা বলেছেন। যথা – প্রত্যক্ষ ও অনুমান। অষ্টমাধ্যায়েও এই একই কথার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এইভাবে–

"তস্মাদ্ দ্বিবিধা পরীক্ষা জ্ঞাতবতাং প্রত্যক্ষম্ অনুমানম্ চ।"[৭]
"দ্বিবিধা তু খলু পরীক্ষা জ্ঞানবতাং প্রত্যক্ষম্ অনুমানম্ চ।"[৮]

কিন্তু এদুটির সাথে উপদেশ বা আপ্তবাক্যকে যোগ করলে প্রমাণের সংখ্যা দাঁড়ায় তিন। তাই রোগবিশেষবিজ্ঞানীয় অধ্যায়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও আপ্ত – এই তিনটিকে প্রমাণরূপে স্বীকার করা হয়েছে এবং বিজ্ঞানকে প্রমাণের সমার্থক শব্দরূপে উল্লেখ করা হয়েছে – "ত্রিবিধং খলু রোগবিশেষবিজ্ঞানং ভবতি, তদ্ যথা – আপ্তোপদেশঃ, প্রত্যক্ষম্ অনুমানং চেতি।"[৯] আপ্তোপদেশাদি তিনটি প্রমাণ ছাড়াও যুক্তিনামক আরেকটি প্রমাণের উপযোগিতা স্বীকার করেছেন চরকসংহিতাকার। এই যুক্তি প্রমাণটি একান্তই চরকসংহিতাকারের উদ্ভাবিত নিজস্ব প্রমাণ। কেননা সুশ্রুত সংহিতাকাররা কেউই যুক্তিকে প্রমাণ বলে মেনে নেন নি। তাই প্রাগুক্ত তিনটি প্রমাণের সাথে যুক্তিকে প্রমাণ বলে স্বীকার করলে প্রমাণের সংখ্যা দাঁড়ায় চারটি। আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তিকে পরীক্ষা বলে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় উল্লেখ করেছেন চরকসংহিতাকার এইভাবে – "চতুর্বিধা পরীক্ষা আপ্তোপদেশঃ, প্রত্যক্ষম্, অনুমানং যুক্তিশ্চেতি।"[১০]

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

আবার চরকসংহিতার বিমানস্থানে প্রাগুক্ত প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়াও আরও দুটি প্রমাণ যথা – ঐতিহ্য ও ঔপম্যকে জ্ঞানের হেতুরূপে স্বীকার করা হয়েছে – "তৎ প্রত্যক্ষম্, অনুমানম্, ঐতিহ্যম্, ঔপম্যমিতি এভির্হেতুভির্যদুপলভ্যতে তৎ তত্ত্বম্।"[১১] এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যেতে পারে যে ঐতিহ্য বলতে বেদ প্রভৃতি আপ্তোপদেশকেই চরকসংহিতায় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করেই টীকাকার চক্রপাণিদত্ত একমাত্র অলৌকিক আপ্তোপদেশকেই ঐতিহ্যপদের দ্বারা গ্রহণ করেছেন। ফলে আগে যাকে বলা হয়েছে আপ্তোপদেশ বা শাস্ত্রপ্রমাণ বেদ প্রভৃতি তাকেই চরকসংহিতায় ঐতিহ্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। চরকের টীকাকার গঙ্গাধর প্রমাণের সংখ্যা চার বজায় রাখতে গিয়ে বলেছেন যে উপমান, সম্ভব, অর্থাপত্তি ও অভাব এই প্রমাণগুলি অনুমানের এবং ঐতিহ্য আপ্তোপদেশের অন্তর্গত। তাই চরকসংহিতাকারের মতে আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি – এই চার প্রকার প্রমাণের সাহায্যেই সৎ অসৎ সকল বস্তুরই প্রমাণসম্মত পরীক্ষা হতে পারে। শুধু তাই নয় এই চার প্রকার প্রমাণের সাহায্যে এমনকি পুনজর্ন্মের অস্তিত্বেও বিশ্বাস জন্মে বলে মনে করেন চরকসংহিতাকার। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে – "এবং প্রমাণৈশ্চতুর্ভিরূপদিষ্টে পুনর্ভবে।"[১২] গৌতমপ্রণীত ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ – এই চারটিকেই প্রমাণ বলে স্বীকার করা হয়েছে এইভাবে – "প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি"[১৩]। তবে চরকসংহিতায় যাকে ঔপম্য নামে অভিহিত করা হয়েছে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ন্যায়দর্শনে তাকেই উপমান হিসাবে স্বীকার করা হয়েছে। তবে চরকসংহিতায় প্রত্যক্ষের বদলে প্রথমে আপ্তোপদেশ প্রমাণের আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষণে এক একটি প্রমাণ ধরে আলোচনা করা হবে এবং ন্যায়দর্শনে বর্ণিত প্রমাণের সাথে চরকসংহিতায় বর্ণিত প্রমাণের মধ্যে যে মিল ও অমিল আছে সেগুলোও আলোচনা করা হবে।

ক) আপ্তোপদেশ : চরকসংহিতায় প্রথম আপ্তোপদেশ প্রমাণের কথা বলা হয়েছে। এর প্রাধান্যের কারণ হল আপ্তোপদেশ থেকে কোন কিছু সম্বন্ধে প্রাথমিকভাবে জ্ঞান লাভ করে তারপর তা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের সাহায্যে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এই আপ্তোপদেশের লক্ষণ করতে গিয়ে চরকসংহিতায় বলা হয়েছে –

"রজস্তমোভ্যাং নির্ম্মুক্তাস্তপো জ্ঞানবলেন যে।
যেষাং ত্রৈকালমমলং জ্ঞানব্যাহতং সদা।
আপ্তাঃ শিষ্টা বিবুদ্ধাস্তে বাক্যসংশয়ম্।
সত্যং বক্ষ্যন্তি তে, কস্মাদসত্যং নীরজস্তমাঃ।"[১৪]

অর্থাৎ যাঁদের জ্ঞান তপশ্চর্য্যার দ্বারা রজোগুণ ও তমোগুণ থেকে বিমুক্ত এবং যাঁরা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিনকালের বিষয়েই বিশদভাবে জানতে পারেন এবং সবসময়ে সকল বিষয়ে যাঁদের জ্ঞান ব্যাহত হয় না সেই তপোযোগসিদ্ধ ব্যক্তিরা শিষ্ট, জ্ঞানী, তাঁদেরকেই

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

আপ্তব্যক্তি বলে। চরক আপ্তব্যক্তিগণের বাক্যকেই আপ্তোপদেশ বলেছেন – "তত্রাপ্তোপদেশো নামাপ্তবচনম্।"[১৫] কিন্তু প্রাচীনশাস্ত্রে আপ্তোপদেশ বা আপ্তাগম বলতে সাধারণত ঋষিপ্রোক্ত বেদবাক্যগুলিকে আপ্ত বলে ধরা হত। সুশ্রুতকারও এই কথারই প্রতিধ্বনি করেছেন। আপ্তসম্বন্ধে চরকের বক্তব্যের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য্য বহু বছর বাদে সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত। তিনি আপ্তোপদেশ বলতে দুই ধরনের আপ্তের কথা বলেছেন – পরমাপ্ত ও লৌকিকাপ্ত। পরমাপ্ত ব্রহ্মাদি প্রণীত ও লৌকিকাপ্ত হল লোকপ্রণীত শব্দের একাদেশরূপ। ঐতিহ্য শব্দের দ্বারা পরমাপ্ত প্রণীতকে এবং শব্দের একদেশরূপ সত্য প্রকার দ্বারা লৌকিকাপ্ত প্রণীতকে বুঝিয়েছেন। তাই টীকাকার বলেছেন – "আপ্তোপদেশশব্দস্ত দ্বিবিধঃ – পরমাপ্তব্রহ্মাদিপ্রণীতস্তথা লৌকিকাপ্তপ্রণীতশ্চ। ঐতিহ্যশব্দেন পরমাপ্তপ্রণীতোহবরুদ্ধঃ লৌকিকাপ্তপ্রণীতশ্চ শব্দৈকদেশরূপঃ সত্যপ্রকার – বিহিতো জ্ঞেয়ঃ।"[১৬] ন্যায়সূত্রে আপ্তোপদেশকে শব্দপ্রমাণ রূপে উল্লেখ করা হয়েছে – "আপ্তোপদেশঃ শব্দঃ"[১৭] আসলে আপ্তবাক্যের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করলে তিনটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথমস্তরে আপ্তোপদেশ বলতে অভ্রান্তভাবে বেদবাক্যকেই বোঝাত। দ্বিতীয়স্তরে ক্রমশঃ বেদের অনুগামী অথবা বেদবিরোধী নয় তাদেরকেও আপ্তবাক্যের গন্ডীর মধ্যে ধরে নেওয়া হল। আপ্ত সম্বন্ধে চরকের প্রবণতাটা এই দ্বিতীয় স্তরের দিকে বলে অনুমান করা হয়। আপ্তসম্বন্ধের ব্যাপারটা আরও পরবর্তীকালে যখন আরও সরলীকরণ হল বহু জনমানসে নেমে এল তখন শুধু যে কেবল ঋষিরাই আপ্ত এটুকু মাত্র মেনে না নিয়ে যে কোন প্রামাণিক ব্যক্তি তা তিনি ঋষিই হন বা ম্লেচ্ছই হন সকল ব্যক্তির বাক্যকেই আপ্তবাক্য বলে স্বীকার করা হল।[১৮]

খ) প্রত্যক্ষ : চরকসংহিতার সর্বত্রই প্রত্যক্ষপ্রমাণের অবিসংবাদিত প্রামাণ্যের কথা বারবার উল্লেখ করা হয়েছে। চরকসংহিতার তিনটি স্থানে প্রত্যক্ষপ্রমাণের লক্ষণ আলোচিত হয়েছে কোথাও সংক্ষিপ্তাকারে কোথাও বা বিস্তারিতভাবে। চরকসংহিতার ১১.২০ নং সূত্রে প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে –

"আত্মেন্দ্রিয়মনোহর্থানাং সন্নিকর্ষাৎ প্রবর্ততে।
ব্যক্তা তদাত্বে যা বুদ্ধিঃ প্রত্যক্ষং সা নিরুচ্যতে।"[১৯]

অর্থাৎ আত্মা, মন, ইন্দ্রিয় ও বিষয় সকলের পরস্পরের সন্নিকর্ষের ফলে যে নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যক্ষ বলে। আবার চরকসংহিতার অন্যত্র বলা হয়েছে যে আত্মার মনের মাধ্যমে এবং ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে যে উপলব্ধি হয় তাকেই প্রত্যক্ষ বলে – "প্রত্যক্ষং তু খলু তদ্যৎ স্বয়মিন্দ্রিয়ৈর্মনসা চোপলভ্যতে।"[২০] এবং বিষয়ভেদে প্রত্যক্ষকে দুভাবে ভাগ করা হয়েছে। কেবলমাত্র আত্মার দ্বারা সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষগুলি হয় তাকে আত্মজন্য প্রত্যক্ষ এবং ইন্দ্রিয়গুলির সাহায্যে রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ প্রভৃতি যে প্রত্যক্ষগুলি হয় তাকে

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

ইন্দ্রিয়জন্য প্রত্যক্ষ বলে ধরা হয়। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে – "প্রত্যক্ষং নাম তদ্ যদাত্মনা চেন্দ্রিয়ৈশ্চ স্বয়মুপলভ্যতে তত্রাত্মপ্রত্যক্ষাঃ সুখদুঃখেচ্ছাদ্বেষাদয়ঃ শব্দাদয়স্ত্বিন্দ্রিয়প্রত্যক্ষাঃ।"[২১] ফলে দেখা যাচ্ছে যে চরকসংহিতায় প্রত্যক্ষকে দুভাগে ভাগ করে কিছু আত্মার প্রত্যক্ষ এবং কিছু ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ বলে ধরে নেওয়া হচ্ছে। মনের সাহায্যে কোন প্রত্যক্ষজ্ঞান হয় না। তাই এক্ষেত্রে মানসপ্রত্যক্ষ বলে অন্যকোন অতিরিক্ত বিভাগকে ধরে নেওয়ার অবকাশ থাকছে না। কিন্তু টীকাকার চক্রপাণিদত্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাহ্যপ্রত্যক্ষ ও মানসপ্রত্যক্ষ এই দুটির উল্লেখ করেছেন। আত্মা বা মনের দ্বারা সুখ প্রভৃতি মানস প্রত্যক্ষ হয়ে থাকে এবং ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাহ্য প্রত্যক্ষ হয় একথা তিনি সুস্পষ্টভাবে টীকায় উল্লেখ করেছেন – "আত্মনেতি মনসা, তেন, অনেন মানসপ্রত্যক্ষসুখাদ্যমবরুধ্যতে, ইন্দ্রিয়ৈশ্চেত্যনেন বাহ্যং প্রত্যক্ষং গৃহ্যতে।"[২২]

ন্যায়সূত্রে কিন্তু প্রত্যক্ষের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষের ফলে শাব্দজ্ঞান ভিন্ন ভ্রমরহিত নিশ্চয়াত্মক যে জ্ঞান জন্মায় তাকে প্রত্যক্ষ বলে – "ইন্দ্রিয়ার্থসন্নিকর্ষোৎপন্নং জ্ঞানমব্যপদেশ্যমব্যভিচারি ব্যবসায়াত্মকং প্রত্যক্ষম্।"[২৩] কেশবমিশ্রের তর্কভাষাগ্রন্থে সাক্ষাৎকারি প্রমার করণকে প্রত্যক্ষ বলা হয়েছে – "সাক্ষাৎকারি প্রমাকরণং প্রত্যক্ষম্।"[২৪] ন্যায়দর্শনে প্রত্যক্ষপ্রমাণকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা – সবিকল্পকপ্রত্যক্ষ ও নির্বিকল্পকপ্রত্যক্ষ। প্রত্যক্ষের করণভুত ইন্দ্রিয় ও অর্থের যে সন্নিকর্ষ সাক্ষাৎকারি প্রমার হেতু হয় তা হল ছয় প্রকার যথা – (১) সংযোগ, (২) সংযুক্ত সমবায়, (৩) সংযুক্ত সমবেত-সমবায়, (৪) সমবায়, (৫) সমবেত-সমবায় ও বিশেষ্যবিশেষণভাব। ন্যায়দর্শনোক্ত এই সন্নিকর্ষের উল্লেখ চরকসংহিতায় নেই। কিন্তু চরকসংহিতায় বলা হয়েছে অনেকক্ষেত্রে সকল বিষয়কেই যে প্রত্যক্ষ করা যাবে এমন নয়। কোন পদার্থ অত্যন্ত কাছে থাকলে বা অত্যন্ত দূরে থাকলে তাদেরকে যথাযথভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না। যেমন নিজের চক্ষুকে কেউ যথাযথভাবে দেখতে পায় না আবার অত্যন্ত দূরবর্তী নক্ষত্রকেও কেউ যথাযথ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। অতএব চরকের মতে আমরা যে বস্তুগুলিকে প্রত্যক্ষ করছি কেবলমাত্র তারাই আছে আর কোন কারণবশতঃ যাদের প্রত্যক্ষ করা গেল না তারা যে একেবারেই নেই একথা বলা যুক্তিসমঙ্গত নয়।

(গ) অনুমান : চরকসংহিতায় দুটি স্থানে যুক্তির দ্বারা উপস্থাপিত তর্ককেই অনুমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে – "অনুমানং খলু তর্কো যুক্ত্যপেক্ষঃ।"[২৫] আবার চরকসংহিতার বিমানস্থানের চতুর্থ ও পঞ্চমাধ্যায়ে অনুমানের লক্ষণের আলোচনায় না গিয়ে কেবল কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে অনুমানকে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যেমন – পরিপাকশক্তি দেখে জঠরাগ্নির অনুমান, ব্যায়াম করার ক্ষমতা দেখে শারীরিকবলের অনুমান, ধারণা করার শক্তি দেখে মেধার অনুমান ইত্যাদি। কিন্তু চরকসংহিতার **১১.২১** নং সূত্রে অনুমানের লক্ষণ করতে গিয়ে বলেছেন, "প্রত্যক্ষপূর্বং ত্রিবিধং

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

ত্রিকালং চানুমীয়তে।"[২৬] অর্থাৎ পূর্বে যে বিষয়টির প্রত্যক্ষ করা হয়েছে পরবর্তীকালে একমাত্র সেই বিষয়টিরই অনুমান করা যায়। অনুমান লক্ষণে ত্রিবিধং পদটির তাৎপর্য্য প্রসঙ্গে উপায়হৃদয়গ্রন্থে অনুমান যে পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্টরূপ তিন প্রকার তা উদাহরণ সহ বলা হয়েছে – "অনুমানং ত্রিবিধং পূর্ববৎ, শেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টং। যথা ষড়ঙ্গুলিং সপিডকমূর্ধানং বালং দৃষ্টা, পশ্চাদ্ বৃদ্ধং বহুশ্রুতং দেবদত্তং দৃষ্টা ষড়ঙ্গুলিস্মরণাৎ সোহয়মিতি পূর্ববৎ।

শেষবৎ যথা - সাগরসলিলং পীত্বা তল্লবণরসমনুভূয় শেষমপি সলিলং তুল্যমেব লবণমিতি। এতচ্ছেষবদনুমানম্।

সামান্যতো দৃষ্টং যথা - কশ্চিদগচ্ছংস্তং দেশং প্রাপ্নোতি গগনেহপি সূর্যাচন্দ্রমসৌ পূর্বস্যাং দিশ্যুযদিতৌ পশ্চিমায়াং চ অস্তং গতৌ। তচ্চেষ্টায়ামদৃষ্টায়ামপি তদ্গমনমনুমীয়তে। এতৎ সামান্যতো দৃষ্টম্।"[২৭]

আর অনুমানলক্ষণে 'ত্রিকালং' পদটির মাধ্যমে অনুমান অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ - এই তিনকালেই সম্পৃক্ত হতে পারে বলে অনুমানকে ত্রৈকালিক বলা হয়েছে। চরকসংহিতায় তাই তিনটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করা হয়েছে –

"বহ্নির্নিগূঢ়ো ধূমেন মৈথুনং গর্ভদর্শনাৎ।
এবং ব্যবস্যন্ত্যতীতং বীজাৎ ফলমনাগতম্।
দৃষ্টা বীজাৎ ফলং জাতমিহৈব সদৃশং বুধাঃ॥"[২৮]

অর্থাৎ ধূমকে দেখে বহ্নি আছে এরূপ অনুমান করা যায়। এটা হল বর্তমানকালীন অনুমান। অনুরূপভাবে গর্ভের সঞ্চার দেখে অতীতকালীন মৈথুনের অনুমান করা যায় এবং সুপুষ্ট বীজ দেখে ভবিষ্যতে কি ধরণের ফল হবে তার অনুমান করা যায়। চরকসংহিতার আয়ুর্বেদদীপিকা টীকাতেও তিনপ্রকার অনুমান উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

চরকের এই অনুমান কল্পনার প্রতিধ্বনি অক্ষপাদের ন্যায়সূত্রেও শোনা যায়। ন্যায়সূত্রেও অনুমানের লক্ষণ কি তা স্পষ্ট করে না বলে ন্যায়সূত্রকার এককথায় "প্রত্যক্ষপূর্বকমনুমানম্" - অনুমানের এই পরিচয় দিতে গিয়েই 'তৎপূর্বকম্' - কথাটি ব্যবহার করেছেন। কাজেই চরকে যেটা ছিল সোজা কথায় "প্রত্যক্ষপূর্বং" ন্যায়দর্শনে সেটাই হল "তৎপূর্বকম্"। ন্যায়সূত্রেও অনুমান তিনপ্রকার বলা হয়েছে। যেমন – পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট – "অথ তৎপূর্ব্বকং ত্রিবিধমনুমানম্ পূর্ব্ববচ্ছেষবৎ সামান্যতোদৃষ্টঞ্চ।"[২৯] ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ন্যায়সূত্রে 'ত্রিবিধং' পদের তাৎপর্য্য বোঝাতে গিয়ে সূত্রকারের পূর্ববৎ, শেষবৎ ও সামান্যতোদৃষ্ট শব্দের দুপ্রকার ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েছেন। এর থেকে অনুমান করা হয় যে ন্যায়ভাষ্যকারের সময়েও 'ত্রিবিধং' পদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রচলিত ছিল।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

চরকসংহিতায় অনুমানের উপযোগিতাকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে প্রয়োগ দেখাতে গিয়ে বলা হয়েছে যে - আতুরশরীরগত রস ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও এটিকে অনুমানের সাহায্যেই জানা যায়। কারণ রসের পরীক্ষা প্রত্যক্ষের সাহায্যে করা সম্ভব নয়। এটা রোগীকে জিজ্ঞাসা করে তার মুখের কথা থেকেই অনুমান করে নিতে হয়। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে "রসং তু খল্বাতুর শরীরগতমিন্দ্রিয়বৈষয়িকমপ্যনুমানাদবগচ্ছেৎ ন হ্যস্য প্রত্যক্ষেণ গ্রহণমুপপদ্যতে। তস্মাদাতুর পরিপ্রশ্নেনৈবাতুর সুখরসং বিদ্যাৎ।"[৩০]

তাই চিকিৎসাক্ষেত্রে অনুমান যে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ তা সর্বতোভাবে চরকসংহিতায় স্বীকৃত হয়েছে।

ঘ) যুক্তি : আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ ও অনুমান ছাড়াও যুক্তিকে একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ বলে চরকসংহিতায় মেনে নেওয়া হয়েছে। দেশ, কাল, বয়ঃ, পরিমাণ, পাক, বীর্য ও রস প্রভৃতির পরত্ব ও অপরত্ব অবধারণকে যোজনা বা যুক্তি বলা হয়। তাই বলা বয়েছে –

"দেশকালবয়োমানপাকবীর্য্যরসাদিষু।
পরত্বাপরত্বে যুক্তিশ্চ যোজনা যা তু যুজ্যতে॥"[৩১]

চরকসংহিতায় যুক্তির সংজ্ঞা নিরূপণ করতে গিয়ে বলা হয়েছে –

"বুদ্ধিঃ পশ্যতি যা ভাবান্ বহুকারণযোগজান্।
যুক্তিস্ত্রিকালা সা জ্ঞেয়া ত্রিবর্গঃ সাধ্যতে যয়া॥"[৩২]

অর্থাৎ বহুপ্রকার কারণ থেকে বহুপ্রকার ফললাভ করার জন্য যে বুদ্ধি সমর্থ হয় সেই বুদ্ধির নাম যুক্তি। চরকের টীকাকার চক্রপাণিদত্ত তাঁর টীকায় যুক্তিসম্বন্ধে বলেছেন – যে কল্পনা যৌগিক তাকে যুক্তি বলে এবং যে কল্পনা অযৌগিক তা যুক্তি নয়।

মাত্রা ও কালকে অবলম্বন করেই যুক্তির প্রবর্তন করা হয় এবং যুক্তির ওপর নির্ভর করেই চিকিৎসাক্ষেত্রে চিকিৎসকের সকল সিদ্ধি নির্ভর করে। তাই দ্রব্যজ্ঞ ভিষকের অপেক্ষা যুক্তিজ্ঞ ভিষককে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। বৌদ্ধ দার্শনিক শান্তরক্ষিত তাঁর তত্ত্বসংগ্রহগ্রন্থে পূর্বপক্ষরূপে চরকমুনির মত উপস্থাপন করতে গিয়ে যুক্তি প্রমাণকে যে একটি পৃথক প্রমাণ রূপে চরকমুনি স্বীকার করে নিয়েছিলেন তা উল্লেখ করেছেন। চরকসংহিতায় কয়েকটি উদাহরণের সাহায্যে যুক্তির প্রয়োগ দেখানো হয়েছে। যেমন – জল, কর্ষণ, বীজ ও ঋতু এই কয়টির সংযোগ হলে তবেই শস্য উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। এই সম্ভাবনা যুক্তি থেকেই আসে। অথবা ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম - এই পাঁচটি মহাভূত এবং আত্মা – এই ষড়্ধাতুর সংযোগ হলেই তবে গর্ভের উৎপত্তি হতে পারে। অনুরূপভাবে ভিষক্, ঔষধ, পরিচারিকা ও রোগী চিকিৎসার এই পাদচতুষ্টয় যদি গুণসম্পন্ন হয় তবেই ব্যাধির উপশমের সম্ভাবনা থাকে। তাই চরকসংহিতায় বলা হয়েছে –

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

"মথ্যমন্থনমন্থানসংযোগাদগ্নিসম্ভবঃ।
যুক্তিযুক্তা চতুষ্পাদসম্পদ্ ব্যাধিনির্বহনী॥"[৩৩]

এইভাবে বিভিন্ন উদাহরণের মাধ্যমে চরকসংহিতায় যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে এবং যুক্তি প্রমাণকে স্বতন্ত্র প্রমাণ রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

উপসংহার

উপসংহারে বলা যায় যে চরকসংহিতারূপ চিকিৎসাশাস্ত্রে সর্ববিধ পরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে নেবার জন্য আপ্তোপদেশ, প্রত্যক্ষ, অনুমান ও যুক্তি - এই চার প্রকার প্রমাণের উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদশাস্ত্র জনমানসে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল প্রাচীনকালের দৃষ্ট ব্যবহারিক শাস্ত্র হিসাবে। সেই কারণেই বোধহয় আপ্তোপদেশের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা যেত তা প্রত্যক্ষ ও অনুমানের অভিজ্ঞতা দিয়ে যাচাই করে নিতে হত পদে পদে। আর যুক্তি প্রমাণ চরকের নিজস্ব সংযোজন। এটা ন্যায়সূত্রেও কোথাও নেই। কেন না অনেকগুলি অনুমানকে একত্রিত করে একটি স্বতন্ত্র অনুমান সৃষ্টি করার নাম হল যুক্তি। চরকসংহিতার এই মৌলিক সংযোজন বৌদ্ধদার্শনিক শান্তরক্ষিত ও নৈয়ায়িক জয়ন্তভট্ট স্বীকার করেছেন। কিন্তু চরকসংহিতায় ন্যায়দর্শন স্বীকৃত উপমানপ্রমাণ বা ঔপম্যক একবারমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে। ঔপম্যের এই স্বীকৃতি ও স্বল্প উদ্ধৃতি দেখে মনে হয় যে বোধহয় উপমান প্রমাণ তখনও সর্বজনসম্মত প্রমাণের স্বীকৃতি লাভ করে উঠতে পারেনি। তাই তার কার্যকারিতা স্বীকার করলেও চরকসংহিতাকার তাকে প্রমাণরূপে তুলে ধরেননি। তবে চরকসংহিতায় ভিষগ্‌বাদ বা মার্গবাদ বলতে গিয়ে প্রত্যক্ষ, অনুমান, ঐতিহ্য ও ঔপম্য - এই চারপ্রকার হেতুর উল্লেখ করা হয়েছে। হেতু হল 'উপলব্ধিকারণম্' যা প্রমাণের পর্যায়বাচক। এই চারপ্রকার হেতুর ন্যায় সূত্রে চারটি প্রমাণরূপে দর্শন মিলবে। প্রত্যক্ষ ও অনুমানের উল্লেখ সেখানে আছে। ঔপম্য হচ্ছে উপমান এবং ঐতিহ্য হল ন্যায়শাস্ত্রের শব্দ।

অতএব প্রমাণের আলোচনায় ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ন্যায়সূত্রে ও চরকসংহিতায় প্রায়শই সমান। চরকে শব্দ প্রমাণের স্থলে আপ্তোপদেশ প্রমাণের প্রয়োগ করা হয়েছে এবং ঐতিহ্যতে শব্দ প্রমাণের অর্থ উপন্যস্ত করা হয়েছে। আপাতদৃষ্টিতে এটুকুই মাত্র তফাৎ চোখে পড়ে। চরকসংহিতায় বর্ণসমাম্নায়কে শব্দ বলা হয়েছে। অর্থাপত্তি ও সম্ভবকে প্রমাণের অন্তর্গত করা হয়নি। চরকসংহিতায় এদের ভিষগ্বাদমার্গের মধ্যে পরিগণনা করা হয়েছে। এবং চরকসংহিতায় যা ছিল 'অহেতু' ন্যায়সূত্রে তা 'হেত্বাভাস' রূপে রূপ পরিগ্রহ করেছে। চরকসংহিতার সাথে ন্যায়দর্শনের প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় দু-একটি বিষয়ে অমিল থাকলেও বহুক্ষেত্রে মিল আছে। তাই অবশেষে আমরা বলতে পারি যে চরকসংহিতায় ন্যায়প্রমাণতত্ত্বের প্রভূত প্রভাব রয়েছে।

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

Volume 26: 2023-2024
Journal of Philosophy and the Life-world
DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

তথ্যসূত্র

১। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত। *চরকসংহিতা* (তৃতীয় খন্ড)। কোলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা সিদ্ধিস্থান ১২.৪৫ পৃ: ৪২৭

২। তদেব, (দ্বিতীয় খন্ড), চরকসংহিতা শারীরস্থান, ১.৪৫ পৃ: ২৩

৩। শাস্ত্রী, হরিদত্ত (সম্পাদিত)। *আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা*। বোম্বে: মোতিলাল বনারসী দাস, ১৯৪৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। পৃ: ১৪৮০

৪। সেনগুপ্ত, নরেন্দ্রনাথ ও বলাইচন্দ্র সেনগুপ্ত (সম্পাদিত)। *জল্পকল্পতরুটীকা*। বারাণসী: চৌখাম্বা ওরিয়েন্টালিয়া, ১৯৯১ (প্রথম সংস্করণ), পৃ: ১৪৭৫।

৫। শাস্ত্রী, হরিদত্ত (সম্পাদিত)। *আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা*। বোম্বে: মোতিলাল বনারসী দাস, ১৯৪৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। পৃ: ৪৯০

৬। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। *চরকসংহিতা* (প্রথম খন্ড)। কোলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা বিমানস্থান, ৮.৩৩ পৃ: ৬০

৭। তদেব, ৪.৫, পৃ: ২৮

৮। তদেব, ৮.৮৩ পৃ: ৬৮

৯। তদেব, ৪.৩ পৃ: ২৭

১০। তদেব, চরকসংহিতা সূত্রস্থান, ১১.১৭ পৃ: ৮৪

১১। তদেব, চরকসংহিতা বিমানস্থান, ৮.৩৩ পৃ: ৬০

১২। তদেব, চরকসংহিতা সূত্রস্থান, ১১.৩৩, পৃ: ৮৮

১৩। ফণিভূষণ চর্কবাগীশ। *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড)। কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১ (চতুর্থ প্রকাশ)। ন্যায়সূত্র, ১.১.৩ পৃ: ৮৩

১৪। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। *চরকসংহিতা* (তৃতীয় খন্ড)। কোলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা সূত্রস্থান ১১.১৮-১৯ পৃ: ৮৪-৮৫

১৫। তদেব, চরকসংহিতা বিমানস্থান, ৪.৪ পৃ: ২৭

১৬। শাস্ত্রী, হরিদত্ত (সম্পাদিত)। *আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা।* বোম্বে: মোতিলাল বনারসী দাস, ১৯৪৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। পৃ: ১৫৯১ – ১৫৯২

১৭। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড)। কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১ (চতুর্থ প্রকাশ)। ন্যায়সূত্র, ১.১.৭ পৃ: ১৮৯

১৮। তদেব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore

DOI: http://dx.doi.org/10.62424/JPLW.2024.26.00.05

১৯। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। *চরকসংহিতা* (তৃতীয় খন্ড)। কোলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা সূত্রস্থান, ১১.২০ পৃ: ৮৫

২০। তদেব, চরকসংহিতা বিমানস্থান, ৪.৪ পৃ: ২৭

২১। তদেব, ৮.৩৯ পৃ: ৬১

২২। শাস্ত্রী, হরিদত্ত (সম্পাদিত)। *আয়ুর্বেদদীপিকাটীকা* বোম্বে: মোতিলাল বনারসী দাস, ১৯৪৬ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। পৃ: ১৬১৫

২৩। ফণিভূষণ তর্কবাগীশ। *ন্যায়দর্শন* (প্রথমখন্ড)। কোলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১ (চতুর্থ প্রকাশ)। ন্যায়সূত্র, ১.১.৪ পৃ: ১০৪

২৪। কর, গঙ্গাধর (সম্পাদিত)। তর্কভাষা। কোলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনা, ২০১৩ (দ্বিতীয় সংস্করণ)। পৃ: ৭৫

২৫। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। *চরকসংহিতা* (তৃতীয় খন্ড)। কলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা বিমানস্থান, ৪.৪, ৮.৪০ পৃ. ২৭, পৃ: ৬২

২৬। তদেব, চরকসংহিতা সূত্রস্থান, ১১.২১ পৃ: ৮৬

২৭। শাস্ত্রী, কাশিরাম ও গোরক্ষনাথ চতুর্বেদী। *উপায়হৃদয়*। বারাণসী : চৌখাম্বা সংস্কৃত সংস্থান, ১৯৭৭ (প্রথম সংস্করণ)। পৃ: ৮

২৮। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। *চরকসংহিতা* (তৃতীয় খন্ড)। কোলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা সূত্রস্থান ১১.২১-২২ পৃ: ৮৬

২৯। ফণিভূষণ চর্কবাগীশ। *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খন্ড)। কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১১ (চতুর্থ প্রকাশ)। ন্যায়সূত্র, ১.১.৫ পৃ: ১৫০

৩০। সেনশর্মা, কালীকিঙ্কর ও সত্যশেখর ভট্টাচার্য্য (সম্পাদিত)। *চরকসংহিতা* (তৃতীয় খন্ড)। কোলকাতা: দীপায়ন পাবলিশার্স, ২০১৮ (চতুর্থ সংস্করণ)। চরকসংহিতা বিমানস্থান, ৪.৭ পৃ: ২৭

৩১। তদেব, চরকসংহিতা সূত্রস্থান, ২৬.৩১ তদেব।

৩২। তদেব, ১১.২৫ পৃ: ৮৬।

৩৩। তদেব

© 2024 Vidyasagar University Publication Division, Vidyasagar University, Midnapore